সংবাদ

তারিখ ... 7 APR 2013
পৃষ্ঠা ...

মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

আমাদের দেশে বিজ্ঞানমনস্কতার বড় অভাব। আমরা জানি, সুইচ টিপলে আলো জ্বলে, পাখা ঘুরে। কিন্তু তার কার্যকারণ জানতে বেশির ভাগ মানুষেরই কোন আগ্রহ নেই। বিজ্ঞানকে তারা দেখে ম্যাজিকের মতো করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে না মিললে খ্রিস্টান জগতে দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীর শাস্তি অনিবার্য ছিল। এখন বিজ্ঞানীকে শাস্তি আমরা দিই না, কিন্তু বিজ্ঞানীর তত্ত্বকে অস্বীকার করতে অন্তত পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। এখানেও আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হই।

গতকাল শনিবার মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এসব কথা বলেন।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠ সমাপন করে যারা আজ বৃহত্তর জগতে পদার্পণ করতে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে আমার অভিনন্দন। অভিনন্দন তাদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের। বিদায়ী ছাত্ররা বিজ্ঞানমনস্ক হবে, জীবনে যা-ই অর্জন করুক না কেন, তার জন্য তাদের অভিভাবকদের, শিক্ষকদের ও দেশের কাছে ঋণস্বীকার করবে, পারলে সেই ঋণ শোধের চেষ্টা করবে, এই আশায় রইলাম। উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম নুরুন্নবী ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরকারের উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, টাঙ্গাইল জেলার সংসদ সদস্য ও সচিবরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

সভাপতির বক্তব্যে এম নুরুন্ন ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মওলানা ভাসানীর অবদান অতুলনীয়। তার রাজনৈতিক দর্শন ও শিক্ষা ভাবনা উপমহাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় একইসঙ্গে ব্যতিক্রম ও বিশিষ্ট। বাঙালির জাতীয় মুক্তির আন্দোলন শুরু হয় ভাসানীর উপনিবেশ বিরোধী ভাবনা ও বাঙালির স্বাধিকারের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়। তাই আজকের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে যার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির লক্ষ্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বরাদ্দ পেলে আমাদের স্নাতকরা দেশের উন্নয়নে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের সর্বোচ্চ ফলাফল করে চ্যান্সেলর পদক পেয়েছেন অপরাধ ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকহোর ডিগ্রিপ্রাপ্ত মুনমুন বিনতে আলিম। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত মুনমুন বিনতে আলিম অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, শিক্ষাজীবনের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে এই স্বীকৃতি আমাকে বেশি আনন্দিত করছে।

সমাবর্তনের পরে হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, সমাবর্তনে সর্বমোট ৭টি বিভাগের ৩২টি শিক্ষাবর্ষের ১১৯৩ জন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রিপ্রাপ্ত করে। তিনটি ক্যাটাগরিতে মোট ৫১ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।